STEPPING STONE
SCHOOL (HIGH)

Class - VI

Subject: Bengali 2nd lang | Date: 28-5-2020

Topic: ছিয়াত্তরের মন্বন্তর | Time Limit:**50** m

Worksheet No.:**12**

ছিয়াত্তরের মন্বন্তর

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

যে বনমধ্যে দস্যুরা কল্যাণীকে নামাল, সে বন অতি মনোরম। আলো নেই, শোভা দেখে এমন চক্ষুও নেই, দরিদ্রের হৃদয়ান্তর্গত সৌন্দর্যের ন্যায় সেই বনের সৌন্দর্য অদৃষ্ট রইল। দেশে আহার থাকুক না থাকুক—বনে ফুল আছে, ফুলের গন্ধে সে অন্ধকারেও আলো বোধ হচ্ছিল। মধ্যে পরিষ্কৃত সুকোমল শস্পাবৃত ভূমিখণ্ডে দস্যুরা কল্যাণী ও তার কন্যাকে নামাল। তারা তাঁদেরকে ঘিরে বসল। তখন তারা বাদানুবাদ করতে লাগল যে, এদেরকে নিয়ে কী করা যায়—যা কিছু অলংকার কল্যাণীর সঙ্গে ছিল, তা পূর্বেই তারা হস্তগত করেছিল। একদল তার বিভাগে ব্যতিব্যস্ত। অলংকারগুলি বিভক্ত হলে একজন দস্যু বলল, "আমরা সোনারূপা নিয়ে কী করব, একখানা গহনা নিয়ে কেউ আমাকে একমুঠো চাল দাও। ক্ষুধায় প্রাণ যায়—আজ কেবল গাছের পাতা খেয়ে আছি।"

একজন এই কথা বললে সকলেই সেইরূপ বলে গোল করতে লাগল। "চাল দাও", "চাল দাও", "ক্ষুধায় প্রাণ যায়, সোনারূপা চাই না।"

দলপতি তাদেরকে থামাতে লাগল, কিন্তু কেউ থামে না, ক্রমে ক্রমে উচ্চ কথা হতে লাগল, গালাগালি হতে লাগল, মারামারির উপক্রম। যে যে-অলংকার ভাগে পেয়েছিল, সে সে-অলংকার রাগে তার দলপতির গায়ে ছুড়ে মারল। দলপতি দুই-একজনকে মারল, তখন দলের দলপতিকে আক্রমণ করে তাকে আঘাত করতে লাগল।

দলপতি অনাহারে শীর্ণ এবং ক্লিষ্ট ছিল, দুই-এক আঘাতেই ভূপতিত হয়ে প্রাণত্যাগ করল। তখন ক্ষুধিত, রুষ্ট, উত্তেজিত, জ্ঞানশূন্য দস্যুদলের মধ্যে একজন বলল, "শৃগাল কুকুরের মাংস খেয়েছি, ক্ষুধায় প্রাণ যায়, এসো ভাই, আজ এই বেটাকে খাই।" তখন সকলে "জয় কালী!" বলে উচ্চনাদ করে উঠল। "বম কালী! আজ নরমাংস খাব!" এই বলে সেই বিশীর্ণ দেহ কৃষ্ণকায় প্রেতবৎ মূর্তিসকল অন্ধকারে খল খল হাসি হেসে করতালি দিয়ে নাচতে আরম্ভ করল। দলপতির দেহ পোড়াবার জন্য একজন আগুন জ্বালতে প্রবৃত্ত হল। শুষ্ক লতা, কাঠ, তৃণ আহরণ করে চক্‌মকি শোলায় আগুন করে, সেই তৃণ কাঠ জ্বেলে দিল। তখন অল্প অল্প আগুন জ্বলতে জ্বলতে পার্শ্ববর্তী আম্র, জম্বীর, পনস, তাল, তিন্তিড়ী, খর্জুর প্রভৃতি শ্যামল পল্লবরাজি অল্প অল্প প্রভাসিত হতে লাগল। কোথাও পাতা আলোতে জ্বলতে লাগল, কোথাও ঘাস উজ্জ্বল হল।

কোথাও অন্ধকার আরও গাঢ় হল। অগ্নি প্রস্তুত হলে, একজন মৃত শবের পা ধরে টেনে আগুনে ফেলতে গেল। তখন আর একজন বলল, "রাখো, রও, রও, যদি মহামাংস খেয়েই আজ প্রাণ রাখতে হবে, তবে এই বুড়ার শুকনো মাংস কেন খাই? আজ যা লুটে এনেছি, তাই খাব; এসো ওই কচি মেয়েটাকে পুড়িয়ে খাই।"

আর একজন বলল, "যা হয় পোড়া বাপু,—আর ক্ষুধা সয় না।" তখন সকলে লোলুপ হয়ে যেখানে কল্যাণী কন্যা নিয়ে শুয়েছিল সেইদিকে তাকাল। দেখল যে, সে স্থান শূন্য, কন্যাও নেই, মাতাও নেই। দস্যুদের বিবাদের সময় সুযোগ দেখে কল্যাণী কন্যা কোলে করে কন্যার মুখে স্তনটি দিয়ে, বনমধ্যে পালিয়েছে। শিকার পালিয়েছে দেখে 'মার মার' শব্দ করে, সেই প্রেতমূর্তি দস্যুদল চারদিকে ছুটল। অবস্থা বিশেষে মনুষ্য হিংস্র জন্তু মাত্র।

[মান্য চলিত বাংলায় পুনর্লিখিত]

পাঠ সহায়িকা

● ***লেখক পরিচিতি :*** *উনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক ও প্রবন্ধকার বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম হয় ১৮৩৮ খ্রিস্টাব্দে ২৪ পরগনা জেলার কাঁটালপাড়ায়। তিনি 'দুর্গেশনন্দিনী', 'কপালকুণ্ডলা', 'মৃণালিনী', 'বিষবৃক্ষ', 'চন্দ্রশেখর', 'দেবী চৌধুরাণী', 'আনন্দমঠ' প্রভৃতি উপন্যাস দিয়ে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেন। তাঁর প্রবন্ধ-গ্রন্থের সংখ্যাও কম নয়। অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি তাঁর সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শন' (১৮৭২) পত্রিকা। 'বন্দেমাতরম্' সংগীতের রচয়িতাও তিনি।*

● ***পাঠ্যাংশের মূল ভাব :*** *১১৭৬ সালে (ইংরেজি ১৭৬৯-৭০) অনাবৃষ্টির জন্য পরিমাণমতো খাদ্যশস্য উৎপন্ন হয়নি। তার ওপর ইংরেজ-রাজের স্বার্থপর কর্মচারীদের অসাধু কার্যকলাপের ফলে এদেশে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। সেইসঙ্গে শুরু হয় মহামারি। খেতে না পেয়ে ও মহামারির প্রকোপে সে-বছর এদেশের প্রায় তিন ভাগের এক ভাগ লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এই ঘটনাই ইতিহাসে ছিয়াত্তরের মন্বন্তর। খিদের জ্বালায় মানুষ যে কীরূপ নির্মম, নিষ্ঠুর পশুবৃত্তি-সম্পন্ন হয়ে পড়ে, আলোচ্য পাঠ্যাংশটিতে লেখক সে-কথাই ব্যক্ত করেছেন। উল্লিখিত পাঠ্যাংশটি লেখকের 'আনন্দমঠ' উপন্যাসের অন্তর্গত।*

● ***পাঠ্যাংশের শব্দার্থ ও টীকা :*** *মনোরম—সুন্দর। হৃদয়ান্তর্গত—বুকের অভ্যন্তরে আছে এমন। **অদৃষ্ট**—ভাগ্য। **শষ্পাবৃত**—কচি ঘাসে ঢাকা। **দস্যু**—ডাকাত, লুটেরা। **বাদানুবাদ**—তর্কবিতর্ক। **হস্তগত**—অধিকৃত। **ব্যতিব্যস্ত**—অতি ব্যস্ত। **উপক্রম**—সূত্রপাত। **শীর্ণ**—ক্ষীণ, রোগা। **ক্লিষ্ট**—ক্লান্ত। **রুষ্ট**—ক্রুদ্ধ। **উচ্চনাদ**—জোরালো ধ্বনি। **নরমাংস**—মানুষের দেহের হাড় ও চামড়ার মধ্যবর্তী কোমল উপাদান বিশেষ। **প্রেতবৎ**—ভূতের মতো। **প্রবৃত্ত**—রত, নিযুক্ত। **আহরণ**—সংগ্রহ। **আম্র**—আম। **জম্বীর**—জামির, গোঁড়া লেবু। **পনস**—কাঁঠাল। **তিন্তিড়ী**—তেঁতুল। **খর্জুর**—খেজুর। **শ্যামল**—সবুজ। **পল্লবরাজি**—গাছের পাতাসকল। **প্রভাসিত**—উজ্জ্বল। **মহামাংস**—মানুষের মাংস। **লোলুপ**—লোভী।*

● **পাঠ্যাংশের ব্যাকরণ :**

☐ **ক্রিয়াপদ**—বাক্যের যে পদে কোনো কাজ করা বোঝায়, তা **ক্রিয়াপদ**। যে ক্রিয়াপদ মনের ভাব সম্পূর্ণ করে, সেটি **সমাপিকা ক্রিয়া**। আবার যে ক্রিয়াপদে আরও কিছু বুঝতে বাকি থাকে বা ভাব সম্পূর্ণ হয় না, সেটি **অসমাপিকা ক্রিয়া**।

উদাহরণ : 'তারা বাদানুবাদ **করতে লাগল** যে, এদেরকে **নিয়ে** কী **করা যায়**।'—মোটা হরফের পদগুলির সব ক-টি ক্রিয়াপদ। কিন্তু 'করতে', 'নিয়ে', 'করা' ক্রিয়াপদগুলিতে কাজ শেষ করা বোঝাচ্ছে না। তাই এগুলি **অসমাপিকা ক্রিয়া** এবং 'লাগল', 'যায়' ক্রিয়াপদ দুটিতে কাজটি সম্পূর্ণ বোঝাচ্ছে। তাই এগুলি **সমাপিকা ক্রিয়া**।

☐ সন্ধি—পাশাপাশি দুটি পদের কাছাকাছি দুটি ধ্বনির (প্রথমটির শেষ এবং পরেরটির প্রথম) মিলনে যে ধ্বনিগত পরিবর্তন হয়, তাকেই বলে সন্ধি। সন্ধি হয় তিন রকমের। স্বরবর্ণের সঙ্গে স্বরবর্ণের মিলনে ধ্বনির পরিবর্তিত রূপ হল স্বরসন্ধি। যেমন : বাদ + অনুবাদ = বাদানুবাদ (অ + অ = আ)। ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে স্বরবর্ণের বা স্বরবর্ণের সঙ্গে ব্যঞ্জনবর্ণের বা ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে ব্যঞ্জনবর্ণের মিলনে ধ্বনির পরিবর্তিত রূপ হল ব্যঞ্জনসন্ধি। যেমন : অলম্ + কার = অলংকার/অলঙ্কার (ম্ স্থানে ং বা ঙ)। আবার কোনো পদ বা শব্দের শেষের 'ঃ' (বিসর্গ)-এর সঙ্গে পরস্থিত পদের স্বরবর্ণ বা ব্যঞ্জনবর্ণের মিলনে ধ্বনির পরিবর্তিত রূপ হল বিসর্গসন্ধি। যেমন : পরিঃ + কৃত = পরিষ্কৃত (ঃ + ক্ = ষ্)।

পাঠ অনুশীলন

১. বিকল্প উত্তরভিত্তিক প্রশ্নগুলির ঠিক উত্তরে '●' চিহ্ন দাও (M.C.Q.) :

১.১ 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' পাঠ্যাংশটি যে উপন্যাসের অন্তর্গত, সেটি হল—

- দুর্গেশনন্দিনী ☐
- আনন্দমঠ ☐
- দেবী চৌধুরাণী ☐
- কপালকুণ্ডলা ☐

১.২ দস্যুরা বনমধ্যে ধরে এনেছিল—

- কল্যাণী ও তার কন্যাকে ☐
- কল্যাণীর কন্যাকে ☐
- কল্যাণীকে ☐
- কল্যাণীর সহচরীকে ☐

১.৩ কল্যাণীর অলংকারগুলি হস্তগত করেছিল—

- দস্যুরা ☐
- চোরেরা ☐
- ডাকাতরা ☐
- দস্যুদের দলপতি ☐

১.৪ দু-এক আঘাতেই ভূপতিত হয়ে প্রাণত্যাগ করেছিল—

- কল্যাণী ☐
- বৃদ্ধ দস্যুটি ☐
- কল্যাণীর কন্যা ☐
- দস্যুদের দলপতি ☐

১.৫ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত একটি উপন্যাসের নাম—

- গোরা ☐
- চন্দ্রশেখর ☐
- বিপ্রদাস ☐
- নালক ☐